# সংবিধান
# (Constitution)

**ইউনিট ৫**

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কিছু বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এগুলি লিখিত ও অলিখিত হতে পারে। এসব নিয়মাবলীর সমষ্টিকে সংবিধান বলে। সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ। আয়নার মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের নিজেদের চেহারা দেখতে পাই তেমনি সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ভেসে ওঠে। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সংবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ ইউনিটে সংবিধানের অর্থ ও প্রকৃতি, শ্রেণিবিভাগ, সংবিধানের ভাল-মন্দ নানাদিক সংবিধান তৈরির পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে জানা যাবে।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ** |

## পাঠ-৫.১ সংবিধানের ধারণা (Concept of Constitution)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সংবিধান কী বলতে পারবেন।
- সংবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা জানতে পারবেন।
- সংবিধান ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | রাষ্ট্র পরিচালনা, নিয়মকানুন, ক্ষমতা বন্টন, কর্ম বিভাজন, শাসনতন্ত্র, জনকল্যাণ |

মানবকল্যাণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত সর্বোত্তম ব্যবস্থা হল রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহৎ। যা পরিচালনা অত্যন্ত জটিল। তাই এটি বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের সাহায্যে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রে একটি শাসকগোষ্ঠী থাকে যা সরকার নামে পরিচিত। সাধারণত সরকার বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে বোঝায়। সরকারের এ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে হবে, কিভাবে সরকারি কাজ পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিসমূহের সাথে সরকারের সম্পর্ক কী হবে প্রভৃতি বিষয়ে কতগুলো কলা-কানুন থাকে। আর এসব কলা কানুনই হলো সংবিধান।

**সংবিধানের অর্থ ও প্রকৃতি** (Meaning and Nature of Constitution)

ইংরেজি প্রতিশব্দ Constitution. যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিস্টটল বলেন, সংবিধান হল এমন এক জীবন পদ্ধতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও

সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে- এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সংবিধানকে তাই রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়।

লর্ড ব্রাইস বলেন, "শাসনতন্ত্র হল এমন কতগুলো আইন বা প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয়"

কে. সি. হোয়ার বলেন, "কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়ম-কানুনকে বোঝাবার জন্য সংবিধান শব্দটি ব্যবহৃত হয়।"

সংবিধান অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাই সংবিধানকে এড়িয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা সরকারের থাকে না।

**সংবিধান ও রাষ্ট্র (Constitution and State)**

প্রকৃত অর্থে সংবিধান হল লিখিত বা অলিখিত কতগুলো আইনের সমষ্টি যা রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের ধরণ নির্দেশ করে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাঝে ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং শাসক শাসিতের মাঝে সম্পর্ক নির্দেশ করে। একটি রাষ্ট্রের সংবিধানই ঐ রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রকাশ করে। যেমন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংবিধানে সকল ক্ষমতা জনগণের নিকট থাকে এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। অন্যদিকে স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের কল্যাণের চেয়ে তাদেরকে কিভাবে দমিয়ে রাখা যায়, ক্ষমতায় অংশ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করাসহ মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করার মত বিধি-বিধান সংবিধানে যুক্ত করে। এ ধরনের জনবিরোধী সংবিধান ও স্বৈরাচারী শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | সংবিধান ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিজের ভাষায় লিখুন। |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ**

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মৌলিক নিয়ম-কানুনসমূহ হল সংবিধান। সংবিধান রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ। সংবিধান নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করে। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়। সংবিধান থেকে সরকার পরিচালনার সকল ক্ষমতা উৎসারিত হয়।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। "শাসনতন্ত্র হল এমন কতগুলো আইন বা প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয়"- সংবিধানের এই সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক) কে সি হোয়ার খ) লর্ড ব্রাইস গ) রামসে মুর ঘ) কাল মার্কস

২। সংবিধান হল –

(i) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন
(ii) রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ
(iii) রাষ্ট্রের জীবন-প্রণালি

কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) সব ক'টি

# পাঠ-৫.২ সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Constitution)

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সংবিধান শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি জানতে পারবেন।
- সংবিধানের সার্বিক শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | দলিল, প্রথা, রীতি-নীতি, পরিবর্তনশীল, কার্যকরি |

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও জনগণের পছন্দ অনুযায়ী সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান যুক্ত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে আইনের সমষ্টিগত রূপ। এই আইন বা ধারাগুলো কাগজে (দলিলে) একত্রে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে বা দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিষয়ও হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা পরিবর্তন করা সহজ বা কঠিন হতে পারে। সে হিসেবে সংবিধান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । সংবিধানকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায় যেমন:

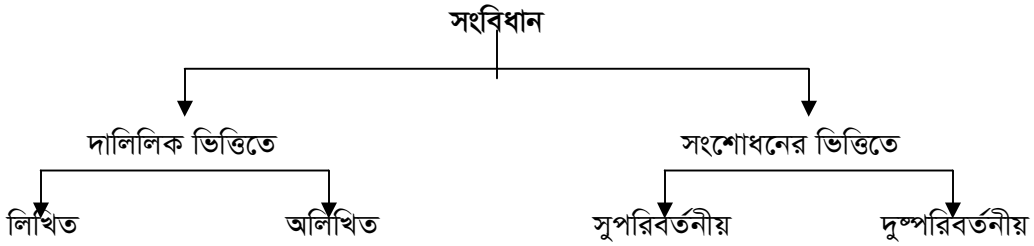


সংবিধান কাগজ বা দলিলে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

১। **দালিলিক ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ :** দালিলিক ভিত্তিতে সংবিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক। লিখিত সংবিধান (Written Constitution) ও খ। অলিখিত সংবিধান (Unwritten Constitution)।

**লিখিত সংবিধান :** লিখিত সংবিধানের ধারা-উপধারা ও নিয়মকানুনগুলো নির্দিষ্টভাবে দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। তার মানে এই নয় যে, লিখিত সংবিধানে সব বিষয় লিখা থাকে। কিছু অলিখিত উপাদানও থাকতে পারে।

**অলিখিত সংবিধান :** অলিখিত সংবিধানের নিয়মকানুন কোন দলিলে বা কাগজে লিপিবদ্ধ নয়। প্রথা ও রীতিনীতি, সমাজের মানুষের আচার-আচরণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অলিখিত সংবিধান তৈরি হয়। যেমন ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সংবিধান।

২। **সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান:** সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন নীতির উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার হয়ে থাকে: সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

**সুপরিবর্তনীয় সংবিধান :** এ সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কোন ধরনের জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ ছাড়াই এই সংবিধানের কোন নিয়ম বা ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। তবে আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয়। ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

**দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান:** যে সংবিধানের কোন নিয়ম বা ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না তাই দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। এটি সংশোধনের জন্য জটিল পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

**লিখিত সংবিধানের ভাল দিক**

লিখিত সংবিধানের বেশ কিছু ভাল দিক বা গুণ রয়েছে, যা এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল-

১। সুস্পষ্ট : লিখিত সংবিধান সাধারণত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। কারণ এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা সুস্পষ্টভাবে এক বা একাধিক দলিলে লেখা থাকে। তাই সংবিধান বলবৎ করতে কোন সন্দেহ থাকে না।

২। স্থিতিশীল : লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এ জন্য অনেক সময় জটিল প্রক্রিয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন পড়ে। ফলে শাসক তাঁর ইচ্ছামত এটি পরিবর্তন করতে পারে না। তাই লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশি উপযোগী : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান বেশি কার্যকরি। যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চল ও ক্ষমতা নানাভাবে ভাগ করতে হয়। লিপিবদ্ধ হলে সকল প্রদেশ, বিভাগ, শ্রেণি গোষ্ঠীর জনগণ তা মেনে চলতে বাধ্য হয়। ফলে রাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য অটুট থাকে।

৪। জনমতের প্রতিফলন: লিখিত সংবিধান জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত হয়। ফলে এখানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে।

বিভিন্ন কারণে লিখিত সংবিধানই উত্তম। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। কিন্তু এ সংবিধানের সংশোধনীর জটিল পদ্ধতি, জরুরি প্রয়োজনে অনুপযোগী হওয়ার মতো কিছু কিছু সমস্যাও রয়েছে।

**অলিখিত সংবিধানের ভাল দিক**

অলিখিত সংবিধানের কিছু ভাল দিক রয়েছে যা নিচে আলোচনা করা হল:

১। প্রগতিশীল: অলিখিত সংবিধান সমাজের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে চলতে পারে। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। সুতরাং অলিখিত সংবিধান অগ্রগতির সহায়ক।

২। বিপ্লবের ঝুঁকি কম : অলিখিত সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

৩। জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক : অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। তাই জরুরি প্রয়োজন মিটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

অলিখিত সংবিধানের ভাল দিক থাকলেও ঘন ঘন পরিবর্তনের সুযোগ থাকায় সরকার ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ধারা বা নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ না থাকায় প্রায়শই অস্পষ্টতা, অনিশ্চিতয়তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান আরও জটিলতা সৃষ্টি করে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করুন। |

**সারসংক্ষেপ**

রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার হল সংবিধান। সংবিধানকে মোটা দাগে চার ভাগে ভাগ করা যায় লেখার ভিত্তিতে দুই ধরনের যথা-লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান। আবার সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই রকমের যথা-সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয়। প্রত্যেক প্রকারের সংবিধানেরই কিছু সুনির্দিষ্ট সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২**

বহুনির্বচানী অভীক্ষা

(১) সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান কয় ধরনের?

(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

(২) নিচের কোন্‌টি লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) সুস্পষ্ট (খ) স্থিতিশীল (গ) অসম্পূর্ণ (ঘ) একটিও নয়

# পাঠ-৫.৩ উত্তম সংবিধান (Ideal Constitution)

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- উত্তম সংবিধান কাকে বলে বলতে পারবেন।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | লিখিত, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকার, সংশোধন পদ্ধতি |

কোন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের সংবিধানের উপর। জনগণ যে ধরনের সংবিধানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাই সে রাষ্ট্রের উত্তম সংবিধান। যে রাষ্ট্রের সংবিধান যত বেশি ভাল বা উত্তম সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও তত বেশি উত্তমভাবে পরিচালিত হয়।

**উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য**

উত্তম সংবিধানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১। **লিখিত :** উত্তম সংবিধান লিখিত হবে। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা কোন কাগজ বা দলিলে লেখা থাকবে। ফলে এতে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না।

২। **সুস্পষ্ট :** উত্তম সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়। এ সংবিধানের প্রত্যেকটি ধারা-উপধারা মাতৃভাষায় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কোন একটি ধারা সহজবোধ্য করার জন্য প্রয়োজনে উপধারা যুক্ত করা হয়।

৩। **সংক্ষিপ্ত :** এ সংবিধানে কোন অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ও কোন ব্যাখ্যা থাকে না। কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার মূল বিষয়ে দিক-নির্দেশনা থাকে। সংবিধানের উপর ভিত্তি করে তাই নানাবিধ আইন ও নীতিমালা তৈরি হয়।

৪। **মৌলিক অধিকার:** মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধানে মানবাধিকারের সাথে সমন্বয় করে সকল প্রকার মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা নিশ্চিতকরণে বাধ্যবাধকতা থাকে।

৫। **ভারসাম্য রক্ষা :** উত্তম সংবিধান ভারসাম্যপূর্ণ। এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুস্পরিবর্তনীয় হবে না। এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়।

৬। **স্পষ্ট সংশোধন পদ্ধতি:** একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ এ সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। সংবিধানের কোনো অংশ কীভাবে সংশোধন করা হবে তা উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

৭। **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:** রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে মতাদর্শ বা মুলনীতি কি হবে তা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এ গুলোর ভিত্তিতে রাষ্ট্র যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি যথাঃ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | উত্তম সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের শাসন প্রকৃতির ধরণ নির্ভর করে তার সংবিধানের উপর। সংবিধান যত বেশি উত্তম হবে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও তত বেশি উন্নত হবে। উত্তম সংবিধানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এটি সাধারণত লিপিবদ্ধ, সুস্পষ্ট দুস্পরিবর্তনীয়, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়। যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

বহুনির্বচানী অভীক্ষা

১। উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য-

(i) লিখিত

(ii) সংক্ষিপ্ত

(iii) মৌলিক অধিকারের উল্লেখ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i + ii (খ) i + iii (গ) i + ii + iii

২। উত্তম সংবিধানের ভাষা --- হয়।

ক) প্রাঞ্জল খ) দুর্বোর্ধ্য গ) সাধু ঘ) বিদেশী

# পাঠ-৫.৪ সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি (Methods of Constitution Making)

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর তা নির্ণয় করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | কৌশল, অনুমোদন, আলাপ-আলোচনা, বিপ্লব, বিবর্তন, গণ-পরিষদ, প্রথা, রীতি-নীতি |

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার স্বরূপ। তাই সংবিধান প্রণয়নে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। সংবিধান তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হল-

১। **অনুমোদনের দ্বারা: এটি স**ংবিধান প্রণয়নের প্রাচীনতম পদ্ধতি। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সময় রাজা বা রানী তাঁদের ইচ্ছে মত রাজ্য শাসন করত। তাঁরা জনগণের অধিকারের কথা বিবেচনা করত না। অধিকন্তু জনগণ বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হত। ফলে সাধারণ জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে রাজা বা রানীর উপর তাদের অধিকারের বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করত। তখন রাজা বা রানী বিভিন্ন ধরনের অধিকার মঞ্জুর বা অনুমোদন করতেন। এগুলো মূলত কোন চুক্তিপত্র বা দলিল। যার মাধ্যমে রাজা বা রানী তাঁদের ভবিষ্যত শাসন পরিকল্পনা ও জনগণ (প্রজা) এর সাথে সম্পর্কের বিষয়টি পুর্নমূল্যায়ন করতেন। ১৬২৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ১ম চার্লস বাধ্য হয়ে অধিকারের সনদ অনুমোদন করেন। বর্তমানে অধিকারের এই সনদ ব্রিটিশ সংবিধানের অপরিহার্য অংশ।

২। **আলাপ-আলোচনার দ্বারা :** স্বাধীনতা লাভের পর নতুন দেশে সরকার ও জনগণ পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রয়োজন হয়। সংবিধান প্রণয়নে দ্রুত আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এটি দু'ভাবে হতে পারে–

**(১)** গণ-পরিষদের মাধ্যমে এবং

(২) আইন পরিষদের মাধ্যমে।

আর এ সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হয়ে থাকে। যেমন: ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়। এটিই বর্তমানে সমাদৃত সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি।

৩। **বিপ্লবের দ্বারা :** ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জনগণ স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নতুন শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতা প্রদান করে। নতুন এ শাসক গোষ্ঠী সাধারণ জনগণের মতামত নিয়ে সংবিধান তৈরি করে। এ পদ্ধতিতে প্রণীত সংবিধান সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়।

৪। **ক্রমবিবর্তনের দ্বারা :** সংবিধান কোন দেশের প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। এখানে কোন লিখিত সংবিধানও থাকে না। বিভিন্ন সময়ে কিছু এ্যাক্ট বা আইন পাশ হয়ে থাকে। এভাবে গড়ে ওঠা শাসনতন্ত্রকে অলিখিত শাসনতন্ত্রও বলা হয়। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন

করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা থেকে শুরু করে ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট সংস্কার আইন এর সবগুলোই ব্রিটিশ সংবিধানের অংশ। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধানের আধুনিকীকরণ ও জনবান্ধবও হয়ে ওঠে। যেমনটি হয়েছে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে। বর্তমানে ফ্রান্সে পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকর রয়েছে।

সবশেষে বলা যায় সংবিধান বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রণীত হতে পারে। তবে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব প্রক্রিয়া কার্যকর সম্ভব নয়। কেবল সংবিধান নয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্মতি ছাড়া কোন নীতি ও আইন প্রণয়ন অসম্ভব। ফলে আধুনিককালে অধিকাংশ সংবিধানই আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়। গণপরিষদ অথবা আইন পরিষদের সদস্যগণ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করে থাকে।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | সংবিধান প্রণয়নের কোন্ পদ্ধতি উত্তম ? তার কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা করুন। |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ**

সংবিধান হল রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে চারটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যথা- অনুমোদনের দ্বারা যেমন মাগনাকার্টা, আলাপ আলোচনার দ্বারা যেমন বাংলাদেশের সংবিধান, বিপ্লবের দ্বারা যেমন ফ্রান্সের সংবিধান এবং ক্রমবিবর্তনের দ্বারা সংবিধান যেমন- ব্রিটিশ সংবিধান।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪**

**বহুনির্বচানী অভীক্ষা**

১। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে সংবিধান নিম্নলিখিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়–

(i) অনুমোদন
(ii) সুপরিকল্পিত আলোচনা
(iii) বিপ্লব

কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i + ii (খ) i + iii (গ) i + ii + iii

২। বিপ্লবের মাধ্যমে নিচের কোন্ দেশের সংবিধান তৈরি হয় নি?

ক) ফ্রান্স খ) রাশিয়া গ) গ্রেট ব্রিটেন ঘ) চীন

# পাঠ-৫.৫ বাংলাদেশের সংবিধান (The Bangladesh Constitution)

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানের স্বরূপ বুঝতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ জানতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | খসড়া, গণপরিষদ, গ্রহণ, আদর্শ, মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, দুষ্পরিবর্তনীয়, জনসম্পদ। |

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রয়োজন হয়। সংবিধান তৈরির জন্য ১৯৭২ সালে ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে সদস্যগণ পক্ষে-বিপক্ষে মত দেন অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে একটি আর্দশ সংবিধান প্রণয়ন করে।

### বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বা দিক রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল-

১। **লিখিত সংবিধান :** বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাসমূহ একটি দলিলে লেখা রয়েছে। এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ১১টি ভাগ রয়েছে। এর একটি প্রস্তাবনাসহ চারটি তফসিল রয়েছে।

২। **দুষ্পরিবর্তনীয় :** এ সংবিধানের কোন ধারা পরিবর্তন করার জন্য এক জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

৩। **মৌলিক অধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নাগরিকগণ কী কী অধিকার ভোগ করতে পারবে তা সংবিধানে উল্লেখ থাকায় এগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- জীবন ধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

৪। **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি :** সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি রয়েছে যেমন- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার এসব মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫। **প্রজাতন্ত্র :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এখানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৬। **সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ এ সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকলেও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই শাসন কার্য পরিচালনা করে।

৭। **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকে অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশে ভাগ করার সুযোগ নেই। তবে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট রয়েছে। যার সবগুলোই কেন্দ্রিয় প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৮। **এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা :** বাংলাদেশের আইন সভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এর নাম জাতীয় সংসদ। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

৯। **সংবিধানের প্রাধান্য :** বাংলাদেশের সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে।

১০। **আইনের শাসন :** বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের শাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানে বলা আছে যে আইনের চোখে সকলেই সমান ও সমান নিরাপত্তার অধিকারী।

১১। **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বাংলাদেশের সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অন্যান্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করবে।

১২। **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ জাতি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়সের এ দেশের সকল নাগরিক নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে।

### বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ (Amendments)

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী কখনও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আবার কখনও জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৬টি সংশোধনীর প্রধান প্রধান দিক নিম্নে বর্ণিত হল-

| সংশোধনী | সময় | সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু |
|---|---|---|
| প্রথম সংশোধনী | জুলাই, ১৯৭৩ | • ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা। |
| দ্বিতীয় সংশোধনী | সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ | • জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান করা হয় এবং বিনা বিচারে আটকের ক্ষমতা আনয়ন করা। |
| তৃতীয় সংশোধনী | ১৯৭৪ | • বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সম্পাদিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বৈধতা নিশ্চিত করা। |
| চতুর্থ সংশোধনী | জানুয়ারি, ১৯৭৫ | • সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা আনয়ন করা।<br>• উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং বাকশাল করা। |
| পঞ্চম সংশোধনী | এপ্রিল, ১৯৭৯ | • ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে সকল সামরিক কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতির পরিবর্তন সাধন করা। |
| ষষ্ঠ সংশোধনী | ১৯৮১ সন | • নির্বাচনে বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য উপরাষ্ট্রপতির পদকে অলাভজনক ঘোষণা করা। |
| সপ্তম সংশোধনী | নভেম্বর, ১৯৮৬ | • ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসক |

| | | |
|---|---|---|
| | | এরশাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া হয়। |
| অষ্টম সংশোধনী | জুন, ১৯৮৮ | • ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ছয়টি বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। |
| নবম সংশোধনী | জুলাই, ১৯৮৯ | • প্রত্যক্ষ ভোটে উপ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান করা হয়।<br>• রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল অনধিক দুই মেয়াদের (টার্মের) করা হয়। |
| দশম সংশোধনী | জুন, ১৯৯০ | • জাতীয় সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় আরও ১০ বছর বাড়ানো হয়। |
| একাদশ সংশোধনী | আগস্ট, ১৯৯১ | • অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন বৈধ করা হয়। |
| দ্বাদশ সংশোধনী | আগস্ট, ১৯৯১ | • উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা ও সংসদীয় ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠা করা হয়। |
| ত্রয়োদশ সংশোধনী | মার্চ, ১৯৯৬ | • সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাা চালু করা হয়। |
| চতুর্দশ সংশোধনী | মে, ২০০৪ | • মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করা হয়।<br>• সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণের জন্য আইন করা হয়। |
| পঞ্চদশ সংশোধনী | জুলাই, ২০১১ | • তত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়।<br>• ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পুনঃস্থাপন করা হয় এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০ এ উন্নীত করা হয়। |
| ষোড়শ সংশোধনী | আগস্ট ২০১৪ | • সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। |

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশের সংবিধান কী আদর্শ সংবিধান বলা যায়? উত্তরের পক্ষে যুক্ত দিন। |

**সারসংক্ষেপ**

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার পর খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করতে সক্ষম হয়। গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এটি গ্রহণ করে এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। এ পর্যন্ত ষোল বার বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। বাংলাদেশের সংবিধান কত সালে গৃহীত হয়?
(ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (খ) ৪ নভেম্বর ১৯৭২ (গ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭২ (ঘ) ৪ নভেম্বর ১৯৭১

২। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয় –

(i) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ
(ii) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন
(iii) নারী সংরক্ষিত আসন ৪৫-এ উন্নীতকরণ
(iv) উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি

কোন্‌টি সঠিক?
(ক) ii + iv (খ) i + iii (গ) iii + iv (ঘ) কোনটিই নয়

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন**

১। সংবিধান হল রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ। সংবিধান কোনো প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠতে পারে। ব্রিটেনে সাংবিধানিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। ব্রিটেনের সংবিধান লিখিত নয়। রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ মনে করেন "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে ওঠেছে।"

ক) সংবিধান কি?
খ) "সংবিধান হলো রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ"- ব্যাখ্যা করুন।
গ) উদ্দিপকে বর্ণিত দেশটির সংবিধান কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে?
ঘ) উদ্দিপকের সর্বশেষ লাইনটি ব্যাখ্যা করুন।

২। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। গণপরিষদ ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গ্রহণ করে এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। এ পর্যন্ত ষোল বার বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি সংশোধনী কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং ক্ষমতা থেকে নিরাপদে প্রস্থান করার জন্য করা হয়েছে। যদিও সংশোধনী জনকল্যাণের জন্যই করা উচিত।

ক) বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে?
খ) 'বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান' আলোচনা করুন।
গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত মুলনীতিগুলো কি?
ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী জনকল্যাণে করা হয় নি এমন কয়েকটি সংশোধনী বিষয়বস্তুসহ উল্লেখ করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫ : ১। ক ২। ক